চুয়াডাঙ্গায় আন্তঃজেলা বাস-মিনিবাস পরিবহন মালিক সমিতির ধর্মঘট

চুয়াডাঙ্গায় আন্তঃজেলা বাস-মিনিবাস পরিবহন মালিক সমিতির ধর্মঘট চলছে। শনিবার সকাল থেকেই চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা- জীবননগর-হাসাদহ, চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া রুটের সব বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন চুয়াডাঙ্গা আন্তঃজেলা বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক হাজী আবুল কালাম আজাদ।

স্থানীয় ও পরিবহন সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নের দৌলতদিয়াড় এলাকায় ব্যাটারিচালিত একটি ইজিবাইকচালক নিয়মবহির্ভূতভাবে শহরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এ সময় সেখানে দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও বাস শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা তাকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দেন।

এ ঘটনার জেরে ওই ইজিবাইকচালক তাঁর সহযোগীদের নিয়ে আলুকদিয়া এলাকায় সংগঠিত হয়ে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচলকারী একটি বাস আটকে দেন।

অভিযোগ রয়েছে, এ সময় তারা বাসের চালক ও সুপারভাইজারকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার পাশাপাশি বাসে হামলা চালান এবং তাঁদের জিম্মি করে রাখেন। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে জিম্মি থাকা বাসের চালক ও সুপারভাইজারকে উদ্ধার করে।

ঘটনার প্রতিবাদ ও জড়িতদের শাস্তির দাবিতে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা ও সাধারণ শ্রমিকরা দৌলতদিয়াড় এলাকায় সড়কের ওপর আড়াআড়িভাবে বাস রেখে অবরোধ করেন। পরে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ন্যায্য বিচারের আশ্বাসে সড়ক অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে শ্রমিকদের মধ্যে থাকা ক্ষোভ ও অসন্তোষ কমেনি।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দিনভর চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়াসহ জেলার অভ্যন্তরীণ সব রুটে বাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আজ শনিবার থেকে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর-হাসাদহ, চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা- কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া রুটের সব বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

হঠাৎ করে জেলার সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাজে কিংবা নির্ধারিত গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বাসের ওপর নির্ভরশীল মানুষগুলোকে পড়তে হয়েছে চরম বিড়ম্বনায়।

বাস না পেয়ে অনেকেই টার্মিনালে অপেক্ষা করেছেন। আবার অনেকে বাধ্য হয়ে বিকল্প যানবাহনে গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং গুনছেন বাড়তি ভাড়া।

স্থানীয় বাসযাত্রীরা বলেন, হঠাৎ বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। প্রয়োজনীয় কাজে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বাসের অপেক্ষায় এসে এখন বিকল্প যানবাহনের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এতে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে এবং সময়ও বেশি লাগছে।

এদিকে মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা জানিয়েছেন, শ্রমিকদের ওপর হামলার সুষ্ঠু বিচার এবং সড়কে ইজিবাইকের অবৈধ চলাচল বন্ধে প্রশাসন দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা থেকে কোনো রুটে বাস চলাচল করবে না। অন্যদিকে এলাকায় যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তবে আন্তঃজেলা পরিবহন ধর্মঘট চললেও দূরপাল্লার পরিবহনগুলো সময়মতো যাতায়াত করছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মারুফ রহমান বলেন, “এই বিষয়ে আমরা কাজ করছি এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমরা বসেছি।”

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল পরিদর্শনে এমপি মাসুদ পারভেজ রাসেল

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা, রোগীদের সুযোগ-সুবিধা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজখবর নিচ্ছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাসুদ পারভেজ রাসেল।

সাধারণ মানুষ যাতে সরকারি হাসপাতালে এসে কাঙ্ক্ষিত চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা পান, তা নিশ্চিত করতে হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়নে গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।

এরই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল। এ সময় তিনি হাসপাতালের বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসাসেবার পরিস্থিতি তদারকি করেন।

পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং রোগীদের কাছ থেকেও চিকিৎসাসেবা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে খোঁজ নেন। একই সঙ্গে হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনার বিষয়েও সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. বিদ্যুৎ কুমার, হাসপাতালের সার্জারি কনসালটেন্ট ডা. এহসানূল হক তন্ময়, চুয়াডাঙ্গা জেলা ও সদর উপজেলা জামায়াতের নেতাকর্মীসহ হাসপাতালের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী।

জনগণ যাতে সরকারি হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় ও মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা পান, পরিদর্শনকালে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হাসপাতালের সেবার মানোন্নয়ন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখার গুরুত্বও তুলে ধরেন সংসদ সদস্য মাসুদ পারভেজ রাসেল।

রাজশাহীতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দর্শনার স্কুলছাত্র উদ্ধার, আটক-২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর মুক্তিপণ দাবি করা নবম শ্রেণির এক শিক্ষার্থীকে রাজশাহী থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় রাজশাহীর পৃথক দুটি এলাকার দুই যুবককে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থীকে নিয়ে পুলিশের একটি দল দর্শনা থানায় ফিরে এসেছে। বর্তমানে আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থীর নাম নাইম উদ্দিন (১৪)। সে দর্শনা থানার প্রতাপপুর গ্রামের দক্ষিণপাড়ার আব্দুল আলীমের ছেলে এবং মদনা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী। আটক দুজন হলেন রাজশাহী মহানগরের রাজপাড়া থানার আলীগঞ্জ এলাকার মো. রুবেল (৩৭) এবং রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার এলাকার মো. সুমন (৩৫)।

পরিবার ও থানায় দায়ের করা এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ২২ আগস্ট সকাল আনুমানিক ১১টা ৫ মিনিটের দিকে নাইম প্রতিদিনের মতো বাড়ির সামনে পাকা রাস্তায় খেলতে বের হয়। এরপর দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও সে বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা প্রথমে আশপাশের বিভিন্ন স্থানে এবং পরে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে খোঁজ নিতে থাকেন। কোথাও তার সন্ধান না পেয়ে ওইদিনই নাইমের বাবা আব্দুল আলীম দর্শনা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। জিডির নম্বর ৯৯০।

এরপর ২৩ আগস্ট সকাল আনুমানিক ৭টা ১৫ মিনিটের দিকে ঘটনাটি নতুন মোড় নেয়। নাইমের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর থেকে তার বড় ভাই মাসুদের মোবাইলে কয়েকটি ছবি পাঠানো হয়। পরিবারের দাবি, ছবিগুলোতে নাইমের মুখ টেপ দিয়ে মোড়ানো এবং হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেখা যায়।

ছবি পাঠানোর পর অজ্ঞাত ব্যক্তিরা নাইমকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে পরিবারের কাছে ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। দাবিকৃত

টাকা না দিলে নাইমকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হয় বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত দর্শনা থানা পুলিশকে অবহিত করেন। পরে অপহরণ ও মুক্তিপণ দাবির ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় এজাহার দায়ের করা হয়। পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে নিয়মিত মামলা রুজু করে নিখোঁজ শিক্ষার্থীকে উদ্ধারে অভিযান শুরু করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম জানান, নাইম নিখোঁজ হওয়ার পর তার বাবা থানায় জিডি করেন। পরদিন সকালে ভিকটিমের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর থেকে পরিবারের সদস্যদের কাছে মুক্তিপণ দাবি করা হলে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে এজাহার পাওয়ার পর দ্রুত মামলা রুজু করে উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়।

ওসি বলেন, মামলার পর দর্শনা থানা পুলিশের একটি দল রাজশাহীতে যায়। সেখানে রাজশাহী র্যাবের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে নাইম উদ্দিনকে উদ্ধার করা হয়। একই অভিযানে রাজশাহী মহানগরের রাজপাড়া থানার আলীগঞ্জ এলাকার মো. রুবেল এবং গোদাগাড়ী এলাকার মো. সুমনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়।

পরে উদ্ধার হওয়া নাইমকে নিয়ে পুলিশের দল দর্শনা থানায় ফিরে আসে। আটক দুজনকেও দর্শনা থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
ওসি নজরুল ইসলাম আরও জানান, আটক দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নাইমকে কোথা থেকে অপহরণ করে রাজশাহীতে নেওয়া হয়েছিল, তাকে কোথায় ও কীভাবে আটকে রাখা হয়েছিল এবং মুক্তিপণ দাবির ঘটনায় আটক ব্যক্তিদের ভূমিকা কী—এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত চলছে। তদন্তে জড়িত অন্য কারও নাম বা সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দর্শনায় সোলার এগ্রি-পিভি ও সৌর সেচপাম্প গ্রিড ইন্টিগ্রেশন প্রকল্পের উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের শৈলমারি-উজলপুর গ্রামের বেদেপোতা মাঠে দেশের একমাত্র ‘সোলার এগ্রি-পিভি ইন্টিগ্রেটেড উইথ সোলার ইরিগেশন পাম্প গ্রিড ইন্টিগ্রেশন’ প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২টার দিকে জার্মানভিত্তিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান GIZ Bangladesh-এর আয়োজনে এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা WAVE Foundation-এর উদ্যোগে স্থাপিত এ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে গান ও বাদ্যের তালে তালে মাথাল ও গামছা পরিয়ে অতিথিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব ও বিদ্যুৎ বিভাগের এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড কনজারভেশন ব্রাঞ্চের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (SREDA) পরিচালক (উপসচিব) ইঞ্জিনিয়ার মুজিবুর রহমান, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর নাসিফা আলী, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের গ্রিন ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টের এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড এনার্জি প্রোগ্রাম ম্যানেজার তানজিনা দিলশাদ এবং GIZ Bangladesh-এর এনার্জি ক্লাস্টার কো-অর্ডিনেটর স্টোয়ানকা স্টিচ।

অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে বক্তব্য দেন Infrastructure Development Company Limited (IDCOL)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসএম মুনিরুল ইসলাম, KfW Development Bank, Dhaka Office-এর সিনিয়র পোর্টফোলিও ম্যানেজার (এনার্জি) ক্রিস্টিনে ভিস এবং ঢাকায় জার্মান ফেডারেল রিপাবলিকের দূতাবাসের হেড অব ডেভেলপমেন্ট কো- অপারেশন উলরিখ ক্লেপ্পমান।

রায়হান, সহকারী পরিচালক কিতাব আলী, সিনিয়র সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, আব্দুল আলীম সজল, উপসমন্বয়কারী নজরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা আসলাম আলীসহ সংশ্লিষ্টরা।

চুয়াডাঙ্গায় প্রান্তিক পেশাজীবীদের জন্য ১০ দিনের সফট স্কিল প্রশিক্ষণ শুরু

বাংলাদেশে প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘বাংলাদেশ প্রান্তিক পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (২য় পর্যায়)’ প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার প্রান্তিক পেশাজীবীদের জন্য ১০ দিনব্যাপী পেশাভিত্তিক সফট স্কিল প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১১টায় সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রশিক্ষণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার তিথি মিত্র।

উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সাঈদ আল হাসানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক জাকির হোসেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সদর উপজেলার প্রান্তিক পর্যায়ের ৩০জন পেশাজীবীদের এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দশ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণটি চলমান থাকবে। প্রতিদিন এক একজন পেশাজীবীকে এক হাজার টাকা করে সম্মান এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকের ব্যাংক একাউন্টে ১৮ হাজার টাকা ভাতা প্রদান করা হবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রান্তিক পেশাজীবীদের অর্থনৈতিক ও

সামাজিক উন্নয়নে সফট স্কিলের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা কর্মক্ষেত্রে আরও দক্ষ ও পেশাদার হয়ে উঠবেন, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বলেন, এই ১০ দিনের প্রশিক্ষণে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বিভিন্ন প্রান্তিক পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করছেন। প্রশিক্ষণে যোগাযোগ দক্ষতা, দলগত কাজ, সময় ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের গুণাবলী সহ বিভিন্ন সফট স্কিল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। লোকসংস্কৃতির অংশ হিসেবে আপনারা বিভিন্ন পেশায় কাজ করছেন। আমরা চাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ সকল পেশা সারা জীবন টিকে থাকুক। আপনাদের মাধ্যমেই দেশে লোকো সংস্কৃতির রেশ রয়ে যাবে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আয়নাল হক, প্রশিক্ষক উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এস এম দেলোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব সভাপতি নাজমুল হক স্বপন প্রমুখ।

অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিল সমাজসেবা কার্যালয়ের স্টাফ আব্দুল হাকিম কাজী, সেলিম হোসেন, আসাদুল ইসলাম, শাহনাজ পারভীন প্রমুখ।

দর্শনায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগ, মারা গেল শত শত দেশীয় পাখি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়ায় ঘাসের জমিতে বিষ প্রয়োগের ঘটনায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৫০০ দেশীয় পাখি মারা গেছে। এ ঘটনায় জমির মালিকের ছেলেকে ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার বিকেলে দক্ষিণপাড়ার আতিয়ার

চুয়াডাঙ্গায় ট্রেনের ধাক্কায় বৃদ্ধা নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার মোমিনপুর ইউনিয়নের মোমিনপুর স্টেশনের পাশে ট্রেনের ধাক্কায় এক নারী নিহত হয়েছেন।

রোববার (১৬ আগস্ট) সকাল ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।নিহতের নাম মিনি খাতুন (৬০)। তিনি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার শিয়ালমারী গ্রামের মৃত ইউনুসের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্র জানায়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মাথার সমস্যায় ভুগছিলেন এবং এ বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে গিয়েছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সোয়া ৯টার দিকে মিনি খাতুনকে রেললাইনের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। এর কিছুক্ষণ পর রাজশাহী থেকে খুলনাগামী সাগরদাঁড়ি আন্তঃনগর ট্রেনের ধাক্কায় তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রেলওয়ে থানা পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।

স্থানীয়দের দাবি, দুর্ঘটনার আগে মিনি খাতুন দুই শিশুর কাছে ট্রেন কখন আসবে জানতে চেয়েছিলেন। এ ঘটনার পর তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে রেললাইনে গিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির এসআই জগদীশ বলেন, নিহতের বড় ছেলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

মিরাজুল ইসলাম মিরাজ

স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভির চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাংবাদিক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ।

গত বৃহস্পতিবার আরটিভির কারওয়ান বাজারস্থ কার্যালয়ে তাকে নিয়োগপত্র তুলে দেন আরটিভি কর্তৃপক্ষ।

সাংবাদিক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে সাংবাদিকতা করে আসছেন। তিনি জাতীয় দৈনিক সমকাল ও জনপ্রিয় আঞ্চলিক দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকায় দায়িত্ব পালন করছেন। পেশাগত দক্ষতা, দায়িত্বশীলতা ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সাংবাদিকতায় নিজের অবস্থান তৈরি করেছেন তিনি।

আরটিভিতে নিয়োগ পাওয়ায় তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আল আমিন, বার্তা সম্পাদক আহাদ আলী মোল্লা, প্রধান প্রতিবেদক ও এনটিভির জেলা প্রতিনিধি রফিকুল ইসলামসহ মাথাভাঙ্গা পরিবারের সদস্যরা।

এ ছাড়া মাছরাঙা টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার ফাইজার চৌধুরী, স্টার নিউজ টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি জহির রায়হান সোহাগ, একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি আতিয়ার রহমান, দেশ টিভির জেলা প্রতিনিধি খায়রুজ্জামান সেতু, আরটিভির আমেরিকা প্রতিনিধি কামরুজ্জামান হেলাল, মেহেরপুর প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি শিপলু জামান, নাগরিক টেলিভিশনের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি শামসুজ্জোহা পলাশ, জীবননগর উপজেলা প্রতিনিধি ওমর ফারুক, চ্যানেল ওয়ানের চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি শেখ সাদিক, দৈনিক মাথাভাঙ্গার বিশেষ প্রতিনিধি তাছির আহমেদ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমনসহ চুয়াডাঙ্গায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মী, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

সাংবাদিক মিরাজুল ইসলাম মিরাজ সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় পৃথক অভিযানে গাঁজাসহ দুইজন গ্রেফতার, সামারি ট্রায়ালে কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে পৃথক অভিযানে ১৩ গ্রাম গাঁজাসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ।

পরে তাদের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিচার (সামারি ট্রায়াল) শেষে পৃথক সাজা প্রদান করেন বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলো দামুড়হুদা উপজেলা সদরের স্টেডিয়ামপাড়ার বাসিন্দা মৃত মাদার মন্ডলের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৫৮) এবং উপজেলার কার্পাসডাঙ্গার ভূমিহীন পাড়ার মজনু মিয়ার ছেলে তাহাজ উদ্দীন ওরফে চেন্টু (৩২)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, গত ১১ আগস্ট বিকেলে দামুড়হুদা থানার এসআই শ্রী উত্তম কুমার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা স্টেডিয়ামপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় স্টেডিয়ামপাড়ার বাসিন্দা মৃত মাদার মন্ডলের ছেলে রফিকুল ইসলাম কে আটক করা হয়। পরে তার দেহ তল্লাশি করে একটি সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর সাদা কাগজে মোড়ানো ৬ পুরিয়া, মোট ৯ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়।গ্রেফতারের পর রফিকুল ইসলামকে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

অপরদিকে, একই দিন রাতে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের এসআই সবুজ উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি দল কার্পাসডাঙ্গা বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কার্পাসডাঙ্গা পূর্বপাড়ায় আতিয়ারের বাড়ির সামনে থেকে কার্পাসডাঙ্গা ভুমিহীন